তারিখ ... 11 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

মানসম্মত পরীক্ষা পদ্ধতি

উচ্চশিক্ষা

মোহাম্মদ তানভীর কায়ছার

চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ বা তার কাছাকাছি ফলসহ উত্তীর্ণ হচ্ছে। পাসের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে বছরের পর বছর। এই ফল সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অভিভাবক তথা সমগ্র দেশবাসীকে সাময়িক স্বস্তি প্রদান করলেও সম্পূর্ণ নির্ভার রাখতে পারছে না। কারণ আশাবাদী করে তোলা এই চিত্র নিষ্কণ্টক নয়। নতুন ভাবনা কপালে ভাঁজ তুলেছে অভিভাবক, এমনকি কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরও। কেননা বাংলাদেশে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলের পরিসংখ্যানটাও যে কম হতাশাজনক নয়। এ ভর্তি পরীক্ষার ফল সার্বিক মান নির্ণয়ের যেমন মাপকাঠি নয়, তেমনি এর হতাশ করা পরিসংখ্যানও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সাধারণত ভর্তি পরীক্ষায় পাস-ফেলের পরিসংখ্যান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট স্কোর অর্জন করার পর পরীক্ষার্থী মূল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। যাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; তাই নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী বাছাই করতেই ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন। একটি নির্দিষ্ট স্কোর অর্জন করা শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের একটি অংশ এবং তার ভিত্তিতেই তৈরি হয় চূড়ান্ত ফল। এ ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা প্রতিযোগিতার ফল নির্ধারক। সর্বশেষ ধাপে না গিয়েও আলোচনায় আসতে পারে এ ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম কোয়ালিফাইং নম্বর অর্জন কি এতই কঠিন? ১০০ বা ১২০ নম্বরের মধ্যে কি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চমৎকার ফল করা ছাত্রছাত্রীরা ৪০ (ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশি) নম্বর অর্জন করতে পারে না? ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। ২৫ নম্বর বা ৩০ নম্বরের ইংরেজিতে কি ৮ বা ১০ পাওয়া খুবই কঠিন? পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একজন এইচএসসি পাস ছাত্রের ইংরেজি বিষয়ে যতটুকু মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয় এতটুকু মূল্যায়নের জন্যই। তাহলে ব্যর্থতার হার এত লম্বা কেন? বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমান সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও উপকরণ সরবরাহেও শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। তারপরও এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা শিক্ষা খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারছে না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছভিত্তিক না স্বতন্ত্র হবে সে তর্কে যাচ্ছি না। তবে ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। যেহেতু আমি ইংরেজির শিক্ষক তাই ইংরেজির

উদাহরণই দিচ্ছি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলামের আধুনিকায়নের ফল হিসেবে Communicative English চালু হয়েছে অনেক আগেই। এখন ধরা যাক ভর্তি পরীক্ষা না নিয়েই শুধু এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর ভিত্তিতে ইংরেজি বিষয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত হলো। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আদৌ শিক্ষকের নির্দেশনা ইংরেজি ভাষায় গ্রহণ করতে পারে কি-না তার নির্ণয় কেবল এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষার্থীদের কোনো পর্যায়েই লিসেনিং টেস্টে অবতীর্ণ হতে হয়নি। সম্মান শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে চারটি স্কিলে (পঠন, লিখন, বলা ও শোনা) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষণ শুরু করলে অন্য কোর্সগুলো শেষ করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু ইংরেজি বিষয়ে পড়তে গেলে ইংরেজিতে বলার দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে, যার নির্ণয়ও এসএসসি বা এইচএসসির ফলের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো প্রকার স্পিকিং টেস্ট নেওয়ার ব্যবস্থা পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নেই। বলতেই হয় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সঠিকভাবে আমরা চারটি দক্ষতার ওপর পরীক্ষা নিতে পারিনি। ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থী নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ভাষার এই চারটি স্কিলে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে কি-না তা জানা জরুরি। শুধু জিপিএ ৫ পেলেই যে শিক্ষার্থী ইংরেজিতে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠেছে তা বলা দুষ্কর। বাস্তব চিত্র হলো, জিপিত্র ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সবার পঠন ও লিখন দক্ষতাও আশানুরূপ নয়। তাহলে ইংরেজি বিষয়ের সিলেবাস বা ক্লাস লেকচার গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এমন শিক্ষার্থী নিরূপণ করব কীভাবে? বিষয়টি ভাবনার, কারণ বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই নিরূপণ সম্ভব নয়। তাহলে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব? সেটিও নয়। কারণ এখানেও চারটি স্কিলের টেস্ট হয় না। যেহেতু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা শুধু ইংরেজি বিভাগের জন্য নয়, তাই সব দিক বিবেচনা করে প্রশ্ন এমনভাবে করা হয় যাতে পরীক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষার ওপর মৌলিক জ্ঞান নিরূপণ করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের একটি ন্যূনতম স্কোর নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে ইংরেজি বিভাগগুলোর ছাত্রছাত্রী ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। তবে এই পদ্ধতিটিও সর্বসম্মত নয়। সবচেয়ে ভালো যদি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো এবং সঠিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি নির্ভরযোগ্য ফলের ওপর নির্ভর করা যেত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নাকি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল নির্ণয় পদ্ধতি কোনটি যথার্থ তা নিয়ে যদিও বিতর্ক হচ্ছে, তবে এটি মোটেই তর্কের বিষয় নয়। এসএসসি এবং এইচএসসির ফল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত ফল কোনোটিই এ ক্ষেত্রে শিক্ষার সঠিক মান নির্ধারণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। আবার এর ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় সম্ভব নয় মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন, সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা। তর্ক বা মিথ্যা দম্ভ কোনোটিই সমস্যা সমাধানের নিয়ামক নয়। বরং সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। নিছক ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির লক্ষ্যেই নয় বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিক হতে উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিটি স্তরেই যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শ্রেণীকক্ষে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও পুরো বিষয়টির মনিটরিং প্রয়োজন আন্তরিকতা ও আধুনিকতার সমন্বয়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা এবং তা থেকে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ সময়ের দাবি এবং দক্ষতার সঙ্গে তার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঠিক ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কাঠামোর বিনির্মাণ অতীব জরুরি।

kaisar_tanvir@yahoo.com